কিশোর গোয়েন্দা অমনিবাস

সেয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সুবর্ণ

বিষয় সূচী

কোদন্ডের টঙ্কার	০৫
কোদন্ড পাহাড়ের বা-রহস্য	৩৬
কালো গোখরো	৫০
কর্নেলের জার্নাল থেকে-১	৭৯
কর্নেলের জার্নাল থেকে-২	৯২
অশ্বডিম্ব রহস্য	১০১
কা-কা-কা রহস্য	১২২
বাঘ রহস্য	১৩০
ঘটোৎকচের জাগরণ	১৩৮
টাকা নিবি রহস্য	১৪৬
টুপি রহস্য	১৮০
মড়া যদি জ্যান্ত হয়	১৮৬
চাঁদের পাথর	২০৪
হায়েনার গুহা	২৫১
আলেকজান্ডারের বাঁটুল	৩০১
ওজরাকের পাঞ্জা	৩৪১

কোদণ্ডের টঙ্কার

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমে ইদানীং রবিবারের আড্ডাটা দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ দফতরের হোমরাচোমরা লোকেরা তো আসেনই, কর্নেলের মতো রিটায়ার-করা সামরিক অফিসাররা কেউ কেউ এসে জোটেন। নিজের-নিজের লাইনে সবাই তাঁরা অভিজ্ঞ লোক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কারুর কম নেই। কাজেই প্রত্যেকেরই যেন চেষ্টা থাকে, কে কত সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের টিট করতে পারবেন।

এ রবিবারের কথার সূত্রপাত সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী এক স্মাগলারকে গ্রেফতার নিয়ে। ডিটেকটিভ দফতরের রণবীর মণ্ডল ঘটনার রোমাঞ্চকর জায়গায় সবে পৌঁছেছেন, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বেমক্কা বলে উঠলেন, 'ওয়েট, ওয়েট। এভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু মন্ডলসায়েব তো ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কথা বলছেন। নেপাল বর্ডারে আমি সীমান্ত বাহিনীতে থাকার সময় এক সত্যিকার সন্ন্যাসীকে স্মাগলিংয়ের কারবারে জড়িত থাকার জন্য পাকড়াও করেছিলুম।'

ক্রাইম ব্রাঞ্চের মণি চ্যাটার্জি মুচকি হেসে বললেন, 'সত্যিকার সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এঁরা তো মশাই সংসারত্যাগী পুরুষ! এঁরা স্মাগলিং করতে যাবেন কোন্ দুঃখে?'

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বললেন, 'তা বলতে পারব না। যা দেখেছি, তাই বলছি। সন্ন্যাসীর বোঁচকার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল একগাদা কোকেন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি, কয়েক রকম নার্কোটিক্স।'

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রঘুবীর শর্মা তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'চ্যাটার্জিসায়েব! সত্যি বলতে কী, সাধু বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, ফকির বলুন, কেউ সংসারত্যাগী নন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেন নন?'

শর্মা হাসলেন। 'মশাই, কোনো মানুষের পক্ষে কি সত্যিই সংসার ত্যাগ করা সম্ভব? একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবেন। ওঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংসার ত্যাগ করেছেন, তার মানে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েছেন। কিন্তু তার বদলে অন্যান্য মানুষকে নিয়েই তাঁদের চলতে হয়। আমাদের মতোই তাঁদের ট্রেনে-বাসে চাপতে হয়।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়ি চুলকে মন্তব্য করলেন, 'প্লেনেও।'

'হ্যাঁ, প্লেনেও,' শর্মা জোর দিয়ে বললেন। 'তাছাড়া তাঁদের পেটে খেতেও হয়। না খেলে তো বাঁচা যায় না।'

মণ্ডল বললেন, 'শুনেছি, কোনো-কোনো সাধু নাকি স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকেন।'

কর্নেল এক কোনায় বসে আপনমনে আতশকাচ দিয়ে এক টুকরো হাড়ের মতো দেখতে কী একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে ফোড়ন কাটলেন, 'সাপকে বায়ুভুক বলা হত প্রাচীনকালে। কথাটা ভুল।'

'ভুল তো বটেই,' শর্মা দাপটের সঙ্গে বললেন। 'শুধু বাতাস খেয়ে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই যা বলছিলুম, নিছক খাদ্যের জন্যও সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের সংসারের নাগালে থাকতেই হয়।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কী বলছেন! হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কত সাধু থাকেন।'

ইকবাল সিং হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার কথায় লজিক নেই। যদি দুর্গম স্থানে সত্যি কেউ থাকেন, তাঁকে দেখল কে? তাছাড়া হিমালয় বাস্তবিক তত দুর্গম নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের পা তার সবখানেই পড়েছে। আমি দেখেছি, হিমালয়ে যত সাধু থাকেন, সকলের ডেরা কোনো-না-কোনো তীর্থে অথবা তীর্থপথের ধারে। তীর্থপথের আনাচে-কানাচেও কাউকে থাকতে দেখেছি। শর্মাসায়েব ঠিকই বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসারত্যাগী বলা হয় বটে, কিন্তু সংসারী মানুষদের ছাড়া তাঁদের চলে না। অবশ্য বলতে পারেন, ছোটো সংসার ছেড়ে বড়ো সংসারে ঢোকেন তাঁরা।'

মণ্ডল বললেন, 'তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?'

'মানুষের সমস্ত ক্ষমতা লৌকিক,' শর্মা বললেন, 'সাধুরা কেউ কেউ ম্যাজিক দেখান আসলে।'

ইকবাল সিং তাঁকে সমর্থন করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'ম্যাজিক কী বলছেন মশাই! কোনারকের ওখানে এক সাধুকে এক হাত উঁচুতে স্রেফ শূন্যে বসে ধ্যানস্থ দেখেছি।'

শর্মা এবং সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণ্ডল বললেন, 'বলেন কী! হঠযোগীরা এমন করেন শুনেছি।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'নিজের চোখকে তো মশাই অবিশ্বাস করতে পারব না, সে আপনারা যাই বলুন। সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। সাধুবাবা মিনিট-দুয়েক ওইভাবে শূন্যে থাকার পর মাটিতে নামলেন।'

একটু তফাতে আমার পাশে বসে ছিলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার

হালদার। কে কে হালদার নামে ইদানীং পরিচিত। ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। পেল্লায় গোঁফ। পুলিশের সি আই ছিলেন মফস্‌সলে। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন গণেশ অ্যাভেনিউতে, তিনতলা একটা বাড়ির ছাদে অ্যাজবেস্টসের চাল চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। রাস্তা থেকে সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে : হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি। তলায় ইংরেজিতে লেখা : রহস্যের ধাঁধাঁয় পড়লে, চলে আসুন।

হালদারমশাই আজ কর্নেলের আড্ডায় কেন এসেছেন জানি না। কর্নেলের কাছে বোধ করি কোনো ব্যাপারে পরামর্শ নিতেই এসে থাকবেন। হোমরা-চোমরাদের কথার মধ্যে এতক্ষণ নাক গলাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিছুক্ষণ থেকে ওঁকে উসখুস করতে এবং ঘন ঘন নস্যি নিতে দেখছিলুম। বাথরুমে বারবার হাঁচতে যাচ্ছিলেন, সে অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার—'

ব্রিগেডিয়ার সিং বললেন, 'না, না। বলুন, কী বলতে চান।'

হালদারমশাই বললেন, চ্যাটার্জিসায়েব তো শূন্যে সাধুবাবাকে ধ্যান করতে দেখেছেন। আমি সম্প্রতি কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে আমার এক ভাগ্নে ফরেস্ট অফিসার। খুব তেজী আর সাহসী—'

শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহা! কী দেখছেন, তাই বলুন।'

হালদারমশাই মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখে এলুম স্যার, এক সাধুবাবা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার দৃশ্য হচ্ছেন। এক্ষুনি অদৃশ্য হচ্ছেন, আর তক্ষুনি দৃশ্য হচ্ছেন। এই অশরীরী, এই শরীরী। একবার দেখছি নেই, একবার দেখছি আছেন।'

বলার ভঙ্গিতেই ঘরে অট্টহাসির ধূম পড়ে গেল। তারপর শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন? আপনি?'

'অধমের নাম কে কে হালদার,' হালদারমশাই কাচুমাচু মুখে বললেন। 'তবে চিনবেন বই কি স্যার! আপনিই তো আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্সের দরখাস্তে কাউন্ডারসাইন করেছিলেন। নইলে লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত।'

শর্মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই বলুন! আপনিই সেই গোয়েন্দা হালদার? বুঝেছি। এবার এইসব গুলতাপ্পি ঝেড়ে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব করেছেন বুঝি?'

বিব্রত হালদারমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি, ছি! এ কী বলছেন স্যার! এই জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, ওঁদের দৈনিক সত্যসেবকে এ-খবর বেরিয়েছে কি না।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছিলুম বটে।'

শর্মা আমার দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বললেন, 'বাঃ! তা'হলে জয়ন্তকেও ম্যানেজ করে ফেলেছেন! সত্যি, আপনার কোনো তুলনা হয় না হালদারমশাই!'

আমি ঝটপট বললুম, 'কখনও না। খবরটা নিউজ এজেন্সি থেকে পাওয়া। তাছাড়া হালদারমশাইও ব্যাপারটা যে দেখে এসেছেন, এ আমি এইমাত্র শুনেছি।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'নিউজ এজেন্সির যে রিপোর্টার এই খবর যোগাড় করেছে, তার সঙ্গে হালদারমশাইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না আমরা অবশ্য জানি না।'

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন। 'মাই গুডনেস! সাড়ে দশটা বাজে। করছি কী আমি? সি পি-র সঙ্গে জরুরি কনফারেন্স! মিঃ শর্মা, মিঃ মণ্ডল, কী ব্যাপার? আপনাদের তাড়া দেখছি না যে!'

দুজনেই 'তাই তো' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন পুলিশ-জাঁদরেল কর্নেলের উদ্দেশে 'বাই' হেঁকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার সিংও হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ষষ্ঠী ডাইনিং ঘরের দরজার পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছিল। বলল, 'যা বাব্বা! আবার যে কোফি করলুম একগাদা। খাবে কে এত?

কর্নেল হাড়ের মতো জিনিসটা আর আতশকাচ রেখে বললেন, 'কোফি করেছিস?'

'আজ্ঞে বাবামশাই।'

কর্নেল হালদারমশায়ের উদ্দেশে বললেন, 'কী হালদারমশাই, সাধুকে তো অদৃশ্য হতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোফি খেয়েছেন কি? এ বস্তু একমাত্র ষষ্ঠীই বানাতে পারে।'

ষষ্ঠী ট্রে নিয়ে আসছিল। জিভ কেটে বলল, 'কঁফি! কঁফি!

'ঠিক আছে। কঁফিই খাওয়া যাক।' কর্নেল উঠে আমাদের কাছে এসে বসলেন।

কর্নেলের এ পরিহাসে মন নেই হালদারমশাইয়ের। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কী রকম অপমানিত হলুম দেখুন কর্নেল! আপনার মতো বহুদর্শী জ্ঞানী লোক আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর এই সব পুঁচকে ছোকরা অফিসার—আমার ছেলের বয়সি সব!'

'দুঃখ করবেন না হালদারমশাই,' কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। তারপর নিজের হাতে কফি ঢেলে প্রচুর দুধ মিশিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। 'বাস্তব কিছু-কিছু ঘটনা অনেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। জানেন তো, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান?'

বললুম, 'কোদণ্ডগিরির সাধুর ব্যাপারটা অপনি বাস্তব ঘটনা বলছেন নাকি?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হালদারমশাই সড়াক শব্দে গরম কফি টেনে ব্যস্তভাবে গিলতে গিলতে বললেন, 'বাস্তব মানে? স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি। মাত্র একটা ঝরনার এধার-ওধার। ওধারে পাথরের ওপর সাধুবাবা, এধারে পাথরের আড়ালে আমি।'

'দিনে, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে। তবে জ্যোৎস্না ছিল। পরিষ্কার ঝলমলে আলো। তাছাড়া শুধু ওখানে নয়, পরে ট্রেনেও।'

ফোন বাজলে ওঁর কথায় বাধা পড়ল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, 'কে? কে কে হালদার? হুঁ, আছেন। ধরুন, দিচ্ছি।'

হালদারমশাই খপ করে ফোন কেড়ে নিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'দুলাল নাকি? ...কী? পালিয়ে গেছে? হতভাগা বাঁদর ছেলে! তোকে পইপই করে বলা আছে...না, না। কোনো কথা শুনতে চাইনে তোর। যেমন করে পারিস, খুঁজে ধরে নিয়ে আয়। নইলে... হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে...কাছাকাছি...যত্ত সব!'

শব্দ করে ফোন রেখে হালদারমশাই গোঁজ হয়ে বসলেন। কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, 'পাখি নাকি?'

'হুঁঃ!'

'কথা-বলা পাখি?'

'হুঁঃ!'

বুঝতে পারছিলুম, হালদারমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন এবং আনমনে হুঁঃ দিচ্ছেন শুধু। এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কথা-বলা পাখিটা কি কোদণ্ডগিরির জঙ্গল থেকে এনেছিলেন হালদারমশাই?'

কৃতান্ত হালদার তড়াক করে ঘুরে বললেন, 'আরে, ওটার ব্যাপারেই তো আসা আপনার কাছে। এখন দেখুন তো কী করি! আমার ভাগ্নে দুলালকে নজর রাখতে বলে এসেছিলুম। পর-পর দু'রাত্তির বাড়িতে চোর আসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, চোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিষ দেয়। তখন পাখিটাও শিস দেয়। বড়ো রহস্যময় ব্যাপার নয়, কর্নেল?'

'রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। তা পাখিটা পালাল কীভাবে?'

'দুলাল বলল, বাইরে কে ডাকছিল। গিয়ে দ্যাখে, কেউ না। তারপর ফিরে এসে দ্যাখে, বারান্দার খাঁচা খোলা। অথচ দেখুন, বারান্দায় গ্রিল আছে।'

'বাড়িতে আর কোনো লোক নেই?'

'আজ্ঞে না।' হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে অনেকটা নস্যি নাকে গুঁজে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু হাঁচি এল না।